Purno Shunnota

পূর্ণ শূন্যতা

মোহাম্মদ ছায়িমুল ইসলাম

উৎসর্গ

প্রতিটি পাঠকের জন্য,
যিনি পড়বেন, অনুভব করবেন,
আর কোনো এক অদেখা চরিত্রে
নিজেকেই খুঁজে পাবেন।

পূর্ণ শূন্যতা

লেখক : মোহাম্মদ ছায়িমুল ইসলাম

প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ২০২৬

মুল্য : ১৮০ টাকা মাত্র

জিমেইল : saimulislam08@gmail.com

“এই উপন্যাসটি সম্পূর্ণরূপে একটি কাল্পনিক রচনা। এতে বর্ণিত নাম, চরিত্র এবং ঘটনা লেখকের কল্পনাপ্রসূত। জীবিত বা মৃত কোনো ব্যক্তি, ঘটনা বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কোনো সাদৃশ্য থাকলে তা সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত ও কাকতালীয়।"

লেখক পরিচিতি

লেখকের পরিচয় তাঁর লেখাতেই লুকিয়ে থাকুক। এই বিশ্বাস থেকেই নামের চেয়ে শব্দকে বেশি গুরুত্ব দেন তিনি। লেখক ২০০৮ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বর্তমানে আলিম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত। পড়াশোনার পাশাপাশি বিভিন্ন লেখালেখি, সাহিত্য ও দর্শন এবং মানুষের অনুভূতির অদৃশ্য জগত তাঁকে গভীরভাবে আকর্ষণ করে। তার লেখা প্রথম বইটি হলো ‘এটিএম ম্যাথ’ যা ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে এসএসসি/দাখিল পরীক্ষার্থীদের জন্য প্রকাশিত হয়।

তাঁর লেখায় বাস্তবতা ও কল্পনার সীমানা প্রায়ই এক হয়ে যায়। অপূর্ণতা, অপেক্ষা, নীরবতা এবং না-পাওয়ার অনুভূতিগুলো বারবার ফিরে আসে তাঁর শব্দে। তিনি বিশ্বাস করেন, প্রতিটি অপ্রকাশিত অনুভূতিরও একটি ভাষা আছে। শুধু তা পড়ে নিতে জানতে হয়।

এই বইটিই তার পরিচয়ের শেষ নয়! বরং, শুরু.....

প্রসঙ্গকথা

প্রতিটি গল্পের জন্ম হয় একটি অনুভূতি থেকে। কখনো সেই অনুভূতির নাম হয় অপেক্ষা, কখনো না-পাওয়া, কখনো ভালোবাসা, আবার কখনো নিঃসঙ্গতা।

এই গ্রন্থে সংকলিত প্রতিটি উপন্যাসই সম্পূর্ণ কল্পনাপ্রসূত। লেখক তার প্রতিটি লেখনের শেষে নিজেকেই 'মনের আকাঙ্ক্ষা' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। চরিত্র, ঘটনা, স্থান কিংবা সংলাপ বাস্তবতার সঙ্গে কোনো মিল থাকলে তা সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত। তবে মানুষের অনুভূতি তো কল্পনা আর বাস্তবের সীমানা মানে না। তাই হয়তো কোনো গল্পে আপনি নিজের কিছু স্মৃতি, কোনো না-বলা কথা কিংবা কোনো হারিয়ে যাওয়া বিকেলের ছায়া খুঁজে পেতে পারেন।

এই বইয়ের প্রতিটি উপন্যাস ভিন্ন ভিন্ন আবহে রচিত। কোথাও চিঠির পাতায় জমে থাকা নীরবতা, কোথাও অসমাপ্ত সম্পর্কের দীর্ঘশ্বাস, কোথাও জীবনের গভীর প্রশ্ন, আবার কোথাও আশার ক্ষীণ আলো। প্রতিটি গল্পের নিজস্ব পথ আছে, কিন্তু তাদের গন্তব্য এক। আর তা হলো পাঠকের হৃদয়।

আমার একমাত্র চাওয়া, গল্পগুলো পড়ে আপনি শুধু কাহিনি নয়, অনুভূতিগুলোকেও পড়বেন। কারণ কখনো কখনো একটি কল্পিত গল্পও মানুষের জীবনের সবচেয়ে সত্য অনুভূতির আয়না হয়ে ওঠে।

যদি এই বইয়ের কোনো একটি গল্প আপনার মনে সামান্যও আলোড়ন তোলে, কোনো একটি বাক্য আপনাকে থমকে দাঁড়াতে বাধ্য করে, কিংবা কোনো একটি চরিত্র আপনার নীরবতার সঙ্গী হয়ে যায়, তবেই একজন লেখক হিসেবে আমার প্রয়াস সার্থক হবে।

— **মোহাম্মদ ছায়িমুল ইসলাম**, লেখক

বই সংক্রান্ত

- বইয়ে প্রদত্ত প্রতিটি উপন্যাস কাল্পনিক।
- প্রথম অধ্যায়ের ‘অন্তরী’ কোন মানুষ নয়। বরং এর দ্বারা লেখক মনের অধিকারী কে বোঝাতে চেয়েছেন।
- প্রথম অধ্যায়ের প্রতিটি পর্ব বিরহ, অভিযোগ, এবং ভালোবাসায় ভরপুর। আর, এই অধ্যায়ের মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে এক কাল্পনিক ভালোবাসা।
- দ্বিতীয় অধ্যায়টি লেখক জীবনের বাস্তবতাকে সামনে এনে লিখেছেন। যদিও প্রতিটি পর্ব কাল্পনিক।
- তৃতীয় অধ্যায়টি মানুষের একাকিত্ব নিয়ে। একাকিত্বের ভয়ংকর মুহূর্ত এবং একাকিত্বের প্রতি নানান অভিযোগ এ অধ্যায়ের মূল বিষয়বস্তু।
- তৃতীয় অধ্যায়টি লেখকের একজন পরিচিত মানুষের বলা গল্প থেকে তৈরি করা। যার সাথে লেখকের জীবনের কোন মিল নেই।
- সবশেষে, লেখকের বানানো কিছু অনুগল্প (ছোট কথা) তুলে ধরা হয়েছে। যার আকার ছোট হলেও অর্থ বিশাল।

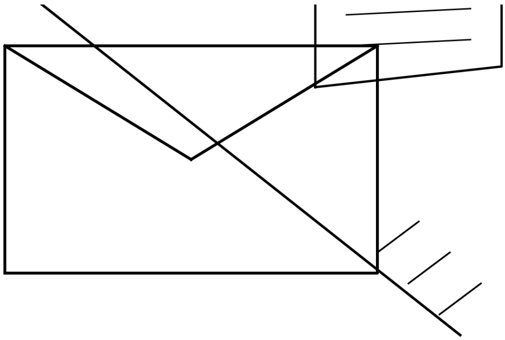
সূচিপত্র

°❀⋆.ೃ࿔*:･°❀⋆.ೃ࿔*:･°❀⋆.ೃ࿔*:･

<u>প্রথম অধ্যায়</u>

‘ঠিকানা-হীন চিঠি’

°❀⋆.ೃ࿔*:･°❀⋆.ೃ࿔*:･°❀⋆.ೃ࿔*:･



প্রথম পর্ব: ঠিকানা হীন চিঠি

* * *

প্রিয় অন্তরী,

শুরুতেই ক্ষমা চাচ্ছি। কারণ এই চিঠি গোছানোর জন্য এর শুরু বা শেষ কোনটিই করার সাহস আমার হয়নি। কেননা, কতদিনের লেখা এই চিঠি, তাও জানি না। কোথায় পাঠাব,

সেটাও জানি না। তোমার ঠিকানা তো কোনোদিনই জানা হয়নি। কিভাবেই বা হবে বলো? তুমি তো কোনোদিন ছিলেই না।

আমার পাশে নয়, সামনে নয়, এমনকি অতীতের কোনো বিকেলেও নয়। তবু অদ্ভুতভাবে, আমার জীবনের সবচেয়ে বড় চিঠির কারণ হয়ে উঠলে তুমি।

আমি তোমাকে কখনো পাইনি, এটাই সত্য। অথচ কতবার যে হারিয়েছি, তার হিসাবও রাখা হয়নি।

তোমার সঙ্গে কত কথা হয়েছে, জানো? কত ঝগড়া করেছি আমরা! অথচ কখনোই তুমি আমার কাছে এসে দাঁড়াওনি।

আচ্ছা, তুমি কি অসুন্দর? নাকি সেই কারণেই আসো না আমার কাছে? আরে, আমার তো এই সুন্দর-অসুন্দরের কোনো প্রয়োজনই নেই। যেসব ভাবনা তোমাকে দ্বিধায় ফেলে, মনের

ভেতর অকারণ আশঙ্কা তৈরি করে, সেগুলোর কোনোটাই আমার দরকার নেই। আমার শুধু তোমাকেই দরকার।

আরেকটা কথা মনে পড়ে গেল! আমাদের ঝগড়াগুলোর কথা। তুমি তো কখনো কোনো উত্তরই দাওনি। আমিই কথা বলি, আমিই রাগ করি, আবার আমিই রাগ ভাঙাই। কিন্তু কেন? তুমি কি এতটাই রাগ করে আছো?

যাক গে, তুমি তো আনন্দের সময়ও চুপ করেই থাকো। কিন্তু সেটাও কেন?

আচ্ছা, তুমি কি বোবা?

আরে পাগল, প্রশংসাই করছি তোমার। করবই না কেন? তোমার জন্যই তো...

পূর্ণ শূন্যতা

জানো, যখন আমাদের ঝগড়া শুরু হয়, তুমি নীরবে কান পেতে শুধু শুনতে থাকো। তাই রাগ বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারি না। আবার তোমার প্রতিই মায়া জন্মায়।

আবার যখন আনন্দের সময় গল্প বলতে শুরু করি, তখনও তুমি নীরব হয়ে মন দিয়ে শুনে যাও। আমি ভাবি, তোমার শুনতে ভালো লাগছে। তাই আমিও বলে যাই, থামি না। বেশ ভালোই লাগে তখন। মনে হয়, অন্তত একজন তো আছে, যে শুধু শুনছে।

তুমি কি আমার এসব শুনে হাসছো?

খবরদার, হেসো না। আমার এই লাল অশ্রুভেজা চোখ দুটো যদি খেয়াল কর নি তুমি?

আরও কত কথা হয়েছে তোমার সঙ্গে। আমি কোথায় হারিয়েছি, কোথায় ভেঙেছি, কোথায় হেরে গেছি, তুমি ছাড়া এগুলো কেউ

জানে না। কিন্তু তবুও তুমি কোনো উত্তর দাওনি। আমি তোমাকে এমন সব কথা বলেছি, যা হয়তো পৃথিবীর আর কেউ কোনোদিন জানবে না।

তবুও তুমি চুপ ছিলে।

আমি অপেক্ষায় ছিলাম! অপেক্ষায় ছিলাম, তুমি এসে বলবে, “আমি আছি তো।” মাথায় হাত বুলিয়ে দেবে।

কিন্তু বলনি।

হয়তো ভুলটা আমারই ছিল। আমি উত্তর আশা করেছি তার কাছে, যে আদৌ আমার কথাগুলো শুনেছে কি না, সেটাও আমি জানি না।

আচ্ছা, তুমি কি কানে শোনো না?

শুনে থাকলে অন্তত কোনো ইশারা দিও। সেই ছোট্ট ইশারাটুকুই আমি সারা জীবন আগলে রাখতাম।

আর যদি শুনেই না থাকো, তাহলে এই চিঠিটা একবার পড়ে নিও। তারপর চাইলে, শুধু আমার এই লাল চোখ দুটো মুছে দিও।

তোমার নাম আমি অন্তরী রেখেছি। তাই রাগ করো না যেন।

‘অন্তরী’, কারণ তুমি অন্তরেরই মানুষ। অন্তরের ভাষা, অন্তরের নীরবতা, অন্তরের আকাঙ্ক্ষা। এই নাম শুধু তোমাকেই মানায়।

তাই শেষবারের মতো বলছি,

তুমি যেমনই হও, প্রিয় অন্তরী...

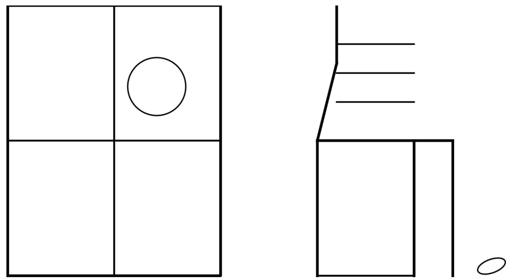
একবার দেখা দিও।

একবার উত্তর দিও।

আমি অপেক্ষায় থাকব।

ইতি,

মনের আকাঙ্ক্ষা



দ্বিতীয় পর্ব: উত্তরহীনতারও এক ভাষা আছে

* * *

প্রিয় অন্তরী,

আবার আমার অগোছালো চিঠি লিখতে বসেছি।

জানো? আগের চিঠিটা লেখার পর থেকেই প্রতিদিন ভেবেছি আজ হয়তো তুমি উত্তর দিবে। জানালার পাশে বসে থেকে বৃষ্টির

শব্দে কান পেতেছি। রাতের নিরবতায় হৃদয় স্পন্দন পর্যন্ত শুনেছি। তবুও কোন উত্তর পাইনি।

একসময় মনে হলো, হয়তো উত্তর না দেওয়াটাই তোমার উত্তর।

জানো অন্তরী? মানুষ বলে অপেক্ষা নাকি মানুষকে বাস্তবতা শিখায়। শক্ত করে। কিন্তু আমার মনে হয়, অপেক্ষায় মানুষ নিজের ভিতর ধীরে ধীরে হারিয়ে যায়।

জানো? আজকাল তোমার সাথে ঝগড়াও করি না। কারণ বুঝে গেছি, নীরবতার সাথে ঝগড়া হয় না। হয় শুধুই অপেক্ষা। তবুও মাঝে মাঝে ইচ্ছা করে, তোমাকে দোষ দেই। জিজ্ঞেস করি, ‘এতটা নির্দয় কিভাবে হলে তুমি?’ ঠিক তখনই মনে পড়ে, তুমি তো কখনো কোন প্রতিশ্রুতিই দাওনি। আমি নিজের ইচ্ছামত মনের মধ্যে তোমাকে নিয়ে প্রতিশ্রুতি খুঁজে নিয়েছিলাম।

জানো? আমার সব থেকে বড় ভুল কি ছিল?

পূর্ণ শূন্যতা

আমি ভেবেছিলাম, যে আমার সব কথা শুনছে সে কখনো না কখনো উত্তর দিবে। কিন্তু আমি হয়তো কথা বলেছিলেম এতদিন সেই প্রতিশ্রুতিগুলোর সাথে। পাহাড়ে দাঁড়ালে যেমন নিজের কণ্ঠস্বরে ফিরে আসে, আমিও হয়তো তোমার নামে নিজের মনকেই ডেকে গেছি।

তবুও স্বীকার করি আমি, তুমি না থাকলেও তোমার সাথে কাটানোর দিনগুলো ভয়ংকর সুন্দর। এবং সত্য।

হাহ্!

আজ!

আর তোমাকে বলবো না, 'এসো।'

আর তোমাকে বলবো না, 'উত্তর দাও।'

শুধু বলবো যদি কখনো এই চিঠিগুলো তোমার নিকট পৌঁছায়, পড়ে পড়ে মৃদু হেসো। কারণ, যে মানুষটা এগুলো লিখেছে, সে

পূর্ণ শূন্যতা

মনে, প্রাণে, অন্তরে বিশ্বাস করত তার সমস্ত ভাঙাচোরা কথাগুলো নির্দ্বিধায় বলার মত তার একজন আছে।

আর যদি, সত্যিই কোথাও থেকে থাকো! তবে দেরি করে হলেও, একদিন এসো। উত্তর দিতে নয়! প্রমাণ করতে যে আমি সারাজীবন কোন কল্পনায় ডুবে ছিলাম না।

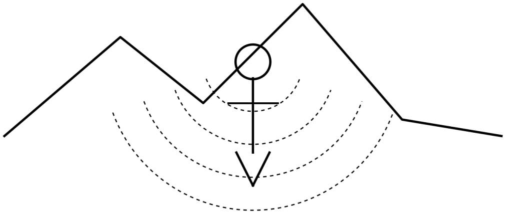
যদি সত্যিই আসো, সেদিন হয়তো আমি কিছুই বলতে পারব না। শুধু অনেক দিনের জামা নীরব আকাঙ্ক্ষা তোমার হাতে তুলে দিব।

অপেক্ষা কি তখনো আমায় ধরে রাখবে?

সেই উত্তরও তোমার কাছে রেখে গেলাম!

ইতি,

মনের আকাঙ্ক্ষা



তৃতীয় পর্ব: প্রতিধ্বনির সঙ্গে কথোপকথন

প্রিয় অন্তরী,

এবার হয়তো শেষবারের মতো লিখছি।

না, তোমার ওপর অভিমান করে নয়। বরং নিজেকে একটু বুঝে ফেলার পর।

জানো, সেদিন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে হঠাৎ মনে হলো, আমি যতবার তোমাকে খুঁজেছি, ততবার নিজের চোখের দিকেও তাকাইনি। তোমাকে পাওয়ার স্বপ্নে এতটাই ব্যস্ত ছিলাম যে,

পূর্ণ শূন্যতা

হারিয়ে যাওয়া মানুষটা যে আমি নিজেই, সেটা বুঝতেই অনেক দেরি হয়ে গেল।

আজ আর তোমাকে প্রশ্ন করি না।

কোথায় আছো? কেন এলে না? কেন উত্তর দিলে না? এসব প্রশ্নের আর কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ কিছু উত্তর না জানলেও জীবন থেমে থাকে না। শুধু মানুষটা একটু বদলে যায়।

তুমি জানো, আমি আজও তোমার জন্য একটা চেয়ার খালি রাখি। তবে আর এই ভেবে নয় যে তুমি এসে বসবে। রাখি এই জন্য যে, কোনো একদিন যদি ক্লান্ত হয়ে নিজেকেই ফিরে পাই, তবে যেন তার বসার একটা জায়গা থাকে।

অদ্ভুত না?

যে চিঠিগুলো তোমাকে লিখেছি, সেগুলো পড়ে এখন মনে হয়, প্রতিটি লাইনে তোমার চেয়ে আমার কথাই বেশি ছিল। তোমার

পূর্ণ শূন্যতা

নামটা ছিল শুধু একটা ঠিকানা। আসলে আমি নিজের কাছেই পৌঁছাতে চাইছিলাম।

তবুও একটা কথা রয়ে গেছে।

যদি কোনোদিন হঠাৎ দেখা হয়ে যায়, তখন আমাকে চিনতে পারবে তো?

সেই ছেলেটাকে হয়তো আর পাবে না, যে প্রতিদিন তোমার উত্তরের অপেক্ষায় থাকত। তার বদলে একজন মানুষকে দেখবে, যে অপেক্ষা করতে শিখেছে, শিখেছে বাস্তবতা।

তুমি যদি কখনো জিজ্ঞেস করো, "এতদিন পরও কি ভালোবাসো?"

আমি হয়তো হাসব।

পূর্ণ শূন্যতা

কারণ ভালোবাসা কখনো কখনো মানুষকে পাওয়ার নাম নয়; ভালোবাসা হলো, কাউকে না পেয়েও তার জন্য নিজের ভেতরের সুন্দরটুকু বাঁচিয়ে রাখা।

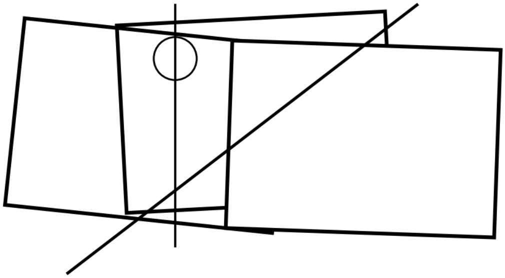
আর যদি এখনো তুমি চুপ করে থাকো...

তবে, এবার আর কষ্ট পাব না।

কারণ অবশেষে আমি নীরবতার ভাষাটা একটু হলেও শিখে ফেলেছি।

ইতি,

মনের আকাঙ্ক্ষা



চতুর্থ পর্ব: উত্তরহীন চিঠির অভ্যাস

প্রিয় অন্তরী,

আজ তোমাকে নতুন কোনো কথা বলতে লিখিনি।

শুধু বলতে লিখেছি, তোমার উত্তর না পাওয়াটাও এখন আমার জীবনের এক অভ্যাস হয়ে গেছে।

আগে প্রতিটি সকাল শুরু হতো এই ভেবে যে, হয়তো আজ। প্রতিটি রাত শেষ হতো যে, হয়তো কাল।

পূর্ণ শূন্যতা

এখন আর দিন-তারিখ গুনি না। ক্যালেন্ডারের পাতাগুলো বদলায়, ঋতু বদলায়, মানুষেরা বদলে যায়। শুধু তোমার নীরবতা বদলায় না।

জানো, তোমার এই নীরবতাকে আমি আগে শাস্তি মনে করতাম। এখন মনে হয়, এটাই হয়তো তোমার ভাষা। তুমি কথা বলতে জানো না, তাই চুপ করে থাকো। আর আমি চুপ থাকতে জানি না, তাই লিখে যাই।

আমার টেবিলের ডান পাশে এখন কয়েকটা খাম পড়ে আছে। সবগুলোতেই তোমার নাম লেখা। কোনোটারই ঠিকানা নেই।

মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে, সব চিঠি আগুনে পুড়িয়ে দিই। তারপর আবার ভাবি, আগুন তো কাগজ পোড়াতে পারে, অপেক্ষা নয়।

আচ্ছা অন্তরী, তুমি কি জানো?

পূর্ণ শূন্যতা

মানুষের জীবনে কিছু মানুষ আসে না, তবু থেকে যায়। তাদের কোনো স্মৃতি থাকে না, তবু তাদের জন্য মন কাঁদে। তাদের কোনো ছবি থাকে না, তবু চোখ বন্ধ করলেই একটা মুখ ভেসে ওঠে।

তুমি ঠিক তেমনই।

আজ আর তোমার কাছে কোনো অভিযোগ নেই।

শুধু একটা স্বীকারোক্তি আছে।

আমি হয়তো তোমাকে খুঁজতে খুঁজতেই বুড়ো হয়ে যাব। তবু যদি শেষ দিনেও কেউ জিজ্ঞেস করে, “সে কি কখনো উত্তর দিয়েছিল?”

আমি মাথা নেড়ে বলব,

“না।”

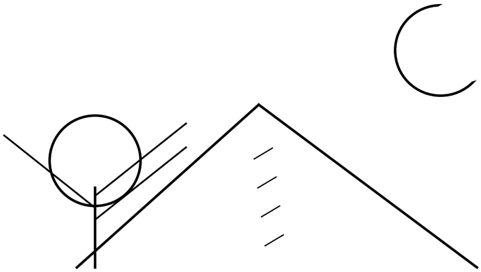
তারপরও হয়তো হাসব।

কারণ সব চিঠির উত্তর পাওয়ার জন্য লেখা হয় না। কিছু চিঠি লেখা হয় শুধু হৃদয়টাকে একটু হালকা করার জন্য। এই চিঠিটাও তেমনই।

তুমি উত্তর দিও না, অন্তরী। শুধু কোথাও থেকো। এই পৃথিবীর কোনো এক কোণে, কিংবা আমারই অদেখা কোনো অন্তরে। তাহলেই লিখে যাওয়ার একটা কারণ অন্তত বেঁচে থাকবে।

ইতি,

মনের আকাঙ্ক্ষা



শেষ পর্ব: শেষবারের মতো

প্রিয় অন্তরী,

আজ আর তোমাকে কিছু বলতে লিখিনি। শুধু বিদায় বলতে লিখেছি।

বিদায় মানেই যে চলে যাওয়া, তা নয়। কখনো কখনো বিদায় মানে আর অপেক্ষা না করা।

জানো, আজও আমি তোমার জন্য একটি খাম কিনেছি।

পূর্ণ শূন্যতা

অভ্যাসবশত তোমার নামও লিখেছি।তারপর অনেকক্ষণ বসে ছিলাম। ঠিকানার জায়গাটা ফাঁকা।

হঠাৎ খেয়াল করলাম, এতগুলো বছরে আমি কখনো তোমার ঠিকানা জানার চেষ্টা করিনি।

হয়তো জানার উপায়ও ছিল না।

কারণ মানুষ হারিয়ে গেলে তাকে খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু যার কোনো অস্তিত্বই নেই, তাকে কোথায় খুঁজবে?

আমি ধীরে ধীরে আগের সব চিঠি খুলে পড়লাম।

প্রতিটি লাইনে তুমি ছিলে।

কিন্তু কোথাও তোমার হাতের লেখা ছিল না।

কোথাও তোমার উত্তর ছিল না।

কোথাও তোমার উপস্থিতিও ছিল না।

পূর্ণ শূন্যতা

তবু আমি বিশ্বাস করতাম,তুমি আছো।

আজ বুঝলাম, বিশ্বাস আর সত্য সবসময় এক জিনিস নয়।

তুমি ছিলে না।

ছিল শুধু তোমাকে ঘিরে আমার অদ্ভুত এক আকাঙ্ক্ষা।

আমার একাকীত্বের নাম। আমার না-বলা কথাগুলোর নাম।

তাই তোমার নাম রেখেছিলাম,অন্তরী।

কারণ তুমি বাইরে কোথাও ছিলে না। 1তুমি ছিলে আমার অন্তরের এমন এক শূন্যতা, যাকে আমি মানুষ ভেবে ভালোবেসেছিলাম।

আজ সেই শূন্যতাকে মুক্তি দিলাম।

এই প্রথম কোনো চিঠি খামে ভরলাম না।

ভাঁজ করে ডায়েরির শেষ পাতায় রেখে দিলাম।

কারণ আজ জানি,

পৃথিবীতে “অন্তরী” নামে কেউ কোনোদিন ছিল না।

তবু আশ্চর্য, এই সত্য জানার পরও মনে হচ্ছে...

আমি যেন আবারও তোমার উত্তর পাওয়ার অপেক্ষায় আছি।

ইতি,

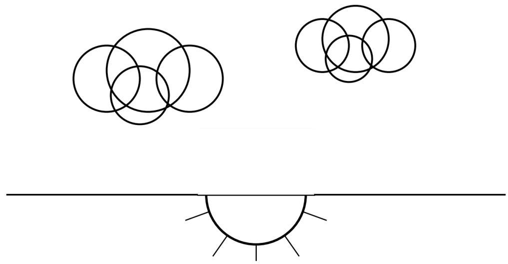
মনের আকাঙ্ক্ষা

°❀⋆.ೃ࿔*:･°❀⋆.ೃ࿔*:･°❀⋆.ೃ࿔*:･

<u>দ্বিতীয় অধ্যায়</u>

‘প্রিয় আগামীকাল’

°❀⋆.ೃ࿔*:･°❀⋆.ೃ࿔*:･°❀⋆.ೃ࿔*:･



প্রথম পর্ব:

যে দিনের সঙ্গে আজও দেখা হয়নি

প্রিয় আগামীকাল,

তোমাকে এই চিঠি লেখার সবচেয়ে বড় কারণ হলো, তোমার সঙ্গে আমার আজও কোনো পরিচয় হয়নি।

তুমি প্রতিদিন আসার প্রতিশ্রুতি দাও।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তুমি কোনোদিন আসো না।

যেই মুহূর্তে মনে হয়, "এই তো তুমি এলে!" ঠিক সেই মুহূর্তেই তুমি আজ হয়ে যাও। আর নতুন করে জন্ম নেয় আরেকটি আগামীকাল।

তাই ভাবলাম, যার সঙ্গে কোনোদিন দেখা হবে না, তাকে একবার চিঠি লিখেই দেখি।

আচ্ছা, তোমার কাছে কি আমার সব প্রশ্নের উত্তর আছে?

আজ যে স্বপ্নগুলো বুকে নিয়ে ঘুমাতে যাই, সেগুলোর কয়টা তোমার কাছে পৌঁছাবে?

আজ যাদের হারানোর ভয়ে কাঁপি, তারা কি তখনও আমার পাশে থাকবে?

পূর্ণ শূন্যতা

আজ যাদের জন্য নিজের সবটুকু দিয়ে লড়ছি, তারা কি কোনোদিন বুঝবে যে, আমি কতটা ক্লান্ত ছিলাম?

জানো, আমি তোমাকে ছুঁতে চাই না। আমি শুধু জানতে চাই, তোমার কাছে পৌঁছাতে পৌঁছাতে মানুষ কি বদলে যায়?

নাকি সময়ই মানুষকে অন্য একজন বানিয়ে দেয়?

আমার একটা ভয় আছে।

আমি ব্যর্থ হওয়ার ভয় পাই না।

আমি ভয় পাই, একদিন সফল হয়ে যদি সেই মানুষটাকেই হারিয়ে ফেলি, যে একদিন আকাশের দিকে তাকিয়ে বিশ্বাস করত, অলৌকিক কিছু এখনও ঘটতে পারে।

পূর্ণ শূন্যতা

তুমি যদি সত্যিই কোনোদিন আমার সামনে এসে দাঁড়াও, একটা অনুরোধ রাখবে?

আমাকে বলো না আমি কত দূর এসেছি।

শুধু বলো, আমি কি এখনও মানুষ আছি?

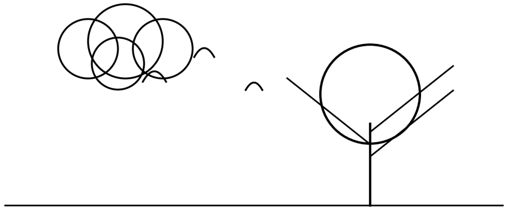
কারণ পৃথিবীতে মানুষ বড় হওয়ার গল্প অনেক আছে। কিন্তু মানুষ থাকতে পারার গল্প খুব কম।

এই চিঠির উত্তর দিতে তাড়াহুড়ো কোরো না।

আমি জানি, তোমার উত্তর লিখতে একটি জীবন লেগে যায়।

অপেক্ষায়,

আজকের আমি



দ্বিতীয় পর্ব: যে দিনটি কখনো আসে না

প্রিয় আগামীকাল,

আজ তোমাকে নিয়ে আর কোনো স্বপ্ন লিখতে বসি নি!

আজ শুধু একটা অদ্ভুত সত্যি বলব।

তুমি পৃথিবীর সবচেয়ে কাছের সত্য হলেও, কেন জানি তুমি অনেক দূরে!

পূর্ণ শূন্যতা

প্রতিটি সকাল মানুষ তোমার আশায় ঘুম থেকে ওঠে। প্রতিটি রাত তোমাকে ভেবে চোখ বন্ধ করে। অথচ তুমি কারও জীবনে এসে দাঁড়াও না।

আমি ছোটবেলায় ভাবতাম, বড় হলেই সব প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাব। আজ বড় হওয়ার পথে দাঁড়িয়ে বুঝছি, বয়স বাড়ে, উত্তর নয়।

জানো, আমি এখন আর তোমার কাছে সুখ চাই না।

আমি শুধু চাই, যেদিন তুমি আজ হয়ে যাবে, সেদিন যেন আমার আয়নায় দাঁড়ানো মানুষটাকে দেখে অপরিচিত না লাগে।

কত অদ্ভুত, তাই না?

পূর্ণ শূন্যতা

আমরা সবাই আগামীকালের জন্য টাকা জমাই, পরিকল্পনা করি, স্বপ্ন দেখি; কিন্তু আজকের মানুষটার খোঁজ খুব কমই নিই।

হয়তো এই কারণেই অনেক মানুষ একদিন সবকিছু পেয়েও বলে,

"কী যেন নেই..."

আমি চাই না আমার জীবনও সেই বাক্যে আটকে যাক।

তাই, আজ একটা প্রতিজ্ঞা করছি।

যদি কোনোদিন তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়, আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করব না-

"আমি কী পেলাম?"

আমি শুধু জিজ্ঞেস করব-

"আমি কী হারালাম?"

পূর্ণ শূন্যতা

কারণ না-পাওয়ার হিসাব মানুষ রাখে।

হারিয়ে ফেলার হিসাব খুব কম মানুষই রাখে।

তুমি এখনও উত্তর দিও না।

তোমার নীরবতাই আমাকে লিখতে শেখাচ্ছে।

হয়তো একদিন বুঝব, তুমি কোনো গন্তব্য নও। তুমি শুধু প্রতিদিন নতুন করে হাঁটা শুরু করার একটি অজুহাত।

কিন্তু, সত্যিই বুঝতে পারবো তো?

অপেক্ষায়,

আজকের আমি



শেষ পর্ব : অবশেষে উত্তর এসেছে

প্রিয় আগামীকাল,

আজ আর তোমাকে চিঠি লিখছি না।
আজ তোমাকে ধন্যবাদ জানাতে লিখছি।

অবাক হয়েছো?
হওয়ারই কথা।

কারণ এতগুলো চিঠি লিখেও আমি কোনোদিন তোমার উত্তর পাইনি।

আজ বুঝলাম, উত্তর না দেওয়াটাই ছিল তোমার সবচেয়ে বড় উত্তর।

পূর্ণ শূন্যতা

জানো, সেদিন পুরোনো চিঠিগুলো পড়ছিলাম।

প্রথম চিঠিতে তোমাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম,
"আমরা কি ভালো আছি?"

দ্বিতীয় চিঠিতে লিখেছিলাম,
"তুমি কেন আসো না?"

আজ হঠাৎ মনে হলো...

তুমি তো প্রতিদিনই এসেছিলে।
শুধু আমি চিনতে পারিনি।

যে আগামীকালের জন্য আমি অপেক্ষা করতাম, সে প্রতিটি
ভোরে নিঃশব্দে আজ হয়ে আমার দরজায় দাঁড়িয়েছিল।

আর আমি?

আমি সারাদিন কাটিয়েছি পরের আগামীকালের অপেক্ষায়।

পূর্ণ শূন্যতা

এই করতে করতে কতগুলো আজ ফুরিয়ে গেল।
কত মানুষের হাসি মিস করলাম।
কত বিকেলের আকাশ দেখিনি।
কত "ভালোবাসি" বলা হলো না।
কত "ক্ষমা করো" আর বলা হলো না।

কারণ আমি ভেবেছিলাম...

এসব বলার জন্য সামনে আরও অনেক আগামীকাল আছে।

আজ বুঝেছি...

মানুষের জীবন আগামীকাল দিয়ে গড়ে ওঠে না।

জীবন গড়ে ওঠে সেই আজগুলো দিয়ে, যেগুলোকে আমরা
অবহেলা করে পার করে দিই।

তাই আজ থেকে আর তোমার জন্য অপেক্ষা করব না।

আজকে বাঁচব।
কারণ আগামীকাল যদি আসে, সে আবার আজ হয়ে আসবে।

পূর্ণ শূন্যতা

আর যদি না-ও আসে...

তাহলে অন্তত আজকে অপূর্ণ রেখে যেতে হবে না।

এই প্রথম তোমার কাছে কোনো প্রশ্ন রাখলাম না।

কোনো উত্তরও চাইলাম না।

শুধু এতটুকু বললাম –

ধন্যবাদ।

আমাকে অপেক্ষা করতে শেখানোর জন্য নয়,

অপেক্ষার মাঝেও বেঁচে থাকতে শেখানোর জন্য।

ইতি,
আজকের আমি

°❀⋆.ೃ࿔*:･°❀⋆.ೃ࿔*:･°❀⋆.ೃ࿔*:･

<u>তৃতীয় অধ্যায়</u>

‘জানাজায় এসো না’

°❀⋆.ೃ࿔*:･°❀⋆.ೃ࿔*:･°❀⋆.ೃ࿔*:･



প্রথম পর্ব : শেষ ইচ্ছা

প্রিয় তুমি,
আজ আমি আমার শেষ ইচ্ছাটা লিখে রাখছি।

মানুষ সাধারণত শেষ ইচ্ছা লেখে মৃত্যুর আগে।
আমি লিখছি বেঁচে থাকতে।
কারণ মৃত্যু কবে আসবে জানি না।

তবে একটা কথা নিশ্চিত জানি,
যেদিন আমার জানাজা হবে, আমি চাই না তুমি সেখানে থাকো।

হয়তো কথাটা শুনে অবাক হবে।
হয়তো ভাববে, আমি তোমার ওপর রাগ করে আছি।

কিন্তু, না।

রাগ মানুষ বেঁচে থাকলে থাকে।
আমি যেদিন মারা যাব, সেদিন আর কোনো রাগ থাকবে না।
তবু চাই না তুমি আসো।

কারণ আমি বিশ্বাস করি, মানুষের প্রতি ভালোবাসা যদি জীবিত অবস্থায় প্রকাশ না পায়, তাহলে মৃত্যুর পরে ফুল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার কোনো অর্থ হয় না।

আজকাল একটা বিষয় আমাকে খুব ভাবায়।

মানুষ মারা গেলে সবাই তার ভালো দিকগুলো মনে করে।

যে মানুষটাকে বেঁচে থাকতে কেউ খোঁজ নেয়নি, তার ছবির নিচে শত শত মানুষ লিখে—
"ভালো মানুষ ছিলেন।"

অদ্ভুত না?

বেঁচে থাকতে একটা ফোন করার সময় হয় না।
মরে গেলে পুরো একটা বিকেল কাঁদার সময় হয়ে যায়।

পূর্ণ শূন্যতা

আমি চাই না আমার সঙ্গেও এমনটা হোক।

তাই আগেই বলে রাখছি—
আমার জানাজায় এসো না।
বরং যদি কোনোদিন মনে হয় আমাকে মনে পড়ছে,
আমি বেঁচে থাকতেই একবার দরজায় কড়া নেড়ো।
কারণ মৃত মানুষের জন্য দোয়া করা সহজ।
জীবিত মানুষের পাশে দাঁড়ানো কঠিন।

আজ এই পর্যন্তই।

হয়তো তুমি এই কথার অর্থ আজ বুঝবে না।
আমি নিজেও পুরোটা বুঝি না।

তবে বুঝতে চাই আমি!
পারবো তো?

ইতি,
একজন জীবিত মানুষ



দ্বিতীয় পর্ব : শান্তির কবর

প্রিয় তুমি,
গত চিঠিতে বলেছিলাম, আমার জানাজায় এসো না।

হয়তো ভেবেছিলে, আমি মৃত্যুর কথা বলছি।
না।

আমি শুধু এমন একজন মানুষের কথা বলছিলাম, যে প্রতিদিন একটু একটু করে বেঁচে থাকার কারণ হারিয়ে ফেলছে।

পূর্ণ শূন্যতা

জানো,
আমি বহু বছর ধরে একটা জিনিস খুঁজেছি।
- শান্তি।

টাকার ভেতর খুঁজেছি।
মানুষের ভেতর খুঁজেছি।
ভালোবাসার ভেতর খুঁজেছি।
নীরবতার ভেতরও খুঁজেছি।

কিন্তু শান্তি আমাকে কোথাও খুঁজে পায়নি।

একটা সময় ছিল, ভেবেছিলাম যে,
আরেকটু বড় হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।
আরেকটু সফল হলেই নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারব।
আরেকটু ভালোবাসা পেলেই বুকের ভেতরের শূন্যতা ভরে যাবে।

কিন্তু "আরেকটু" শব্দটা কোনোদিন শেষ হলো না।

প্রতিটি সকাল আমাকে নতুন একটা দৌড় উপহার দিয়েছে।
প্রতিটি রাত আমার হাত থেকে আরেকটা স্বপ্ন কেড়ে নিয়েছে।

পূর্ণ শূন্যতা

মানুষ আমাকে জিজ্ঞেস করেছে,
"কেমন আছো?"
আমি প্রতিবারই বলেছি,
"ভালো।"
কারণ পৃথিবীতে "ভালো নেই" কথাটা শোনার মতো ধৈর্য খুব কম মানুষের আছে।

তুমি জানো?
সবচেয়ে ভয়ংকর ক্লান্তি শরীরের নয়।
বরং ভয়ংকর ক্লান্তি হচ্ছে,
- মনের।

যে ক্লান্তিতে মানুষ ঘুমিয়েও বিশ্রাম পায় না।
হাসলেও আনন্দ পায় না।
বেঁচে থেকেও জীবনকে ছুঁতে পারে না।

সেদিনই প্রথম বুঝলাম...
আমার কবর এখনো খোঁড়া হয়নি।
তবুও আমার শান্তিটাকে অনেক আগেই মাটি চাপা দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

পূর্ণ শূন্যতা

হয়তো সেই কারণেই বলেছিলাম,

আমার জানাজায় এসো না।

কারণ যে মানুষ শান্তি হারিয়ে ফেলে,
তার জানাজা একদিনে হয় না।
- প্রতিদিন হয়।

ইতি,
একজন জীবিত মানুষ



শেষ পর্ব : জানাজা

প্রিয় তুমি,
আজ আর তোমাকে কোনো অনুরোধ করব না।
কারণ এতদিনে বুঝেছি, অনুরোধও একসময় ক্লান্ত হয়ে যায়।

শুধু একটা প্রশ্ন রেখে যাচ্ছি।

বলতো...
মানুষের জানাজা ক'বার হয়?

তুমি হয়তো বলবে,

একবার।

আমি বলব,
না।

মানুষের প্রথম জানাজা হয়,
যেদিন সে নিজের সবচেয়ে প্রিয় স্বপ্নটাকে মেরে ফেলে।

দ্বিতীয় জানাজা হয়,
যেদিন সে হাসতে হাসতে কান্না লুকানো শিখে যায়।

তৃতীয় জানাজা হয়,
যেদিন তার ভেতরের শান্তিটুকুও চুপচাপ চলে যায়।

তারপর মানুষ বেঁচে থাকে।

- চাকরি করে।
- হাসে।
- ছবি তোলে।
- অভিনন্দন পায়।

· শুধু বাঁচে না।

পূর্ণ শূন্যতা

জানো...
আজ আমার ঘরে আয়না আছে।

কিন্তু বহু বছর হলো,
আয়নায় নিজেকে দেখি না।

দেখি একজন অপরিচিত মানুষকে,
যে আমার নাম ব্যবহার করে,
আমার কণ্ঠে কথা বলে,
আমার মুখে হাসে...
কিন্তু সে আমি নয়।
আসল আমি...
অনেক আগেই চলে গেছি।

সেদিন,
যেদিন প্রথম বুঝেছিলাম,
আমার জীবনে সবকিছু আসবে,
শুধু শান্তি আসবে না।

সেদিন কেউ কাঁদেনি।
কেউ সাদা কাপড় আনেনি।
কেউ জানাজা পড়েনি।

তবুও একজন মানুষ মারা গিয়েছিল।

আজ যদি সত্যিই আমার মৃত্যুর খবর পাও,

- এসো না।
-

কারণ আজ যে কবরটা খোঁড়া হবে,

সেখানে নতুন করে কাউকে শুইয়ে দেওয়া হবে না।

সেখানে শুধু বহু বছর আগে মারা যাওয়া একজন মানুষের শরীরটা রেখে আসা হবে।

ইতি,

একজন জীবন্ত মানুষ

°❀★.ೃ࿔*:･°❀★.ೃ࿔*:･°❀★.ೃ࿔*:･

অণুগল্প

(লেখকের ছোট কথা)

°❀★.ೃ࿔*:･°❀★.ೃ࿔*:･°❀★.ೃ࿔*:･

যে ভুল করে ক্ষমা চায়,

সে সৎ চরিত্র।

আর যে ভুল না করেই বারবার ক্ষমা চায়,

সে হয় **অবহেলিত**!

○ মোহাম্মদ ছায়িমুল ইসলাম

মাফ? মাফ তাকেই করা যায়,

যে না জেনে ভুল করে।

আর যে, জেনে, শুনে, বুঝে, তারপর ভুল করে,

তার কাছে আমি নিজেই ‘**মাফ**’ চাই।

- মোহাম্মদ ছায়িমুল ইসলাম

ভুল করলে লজ্জা পাবার কি আছে?

বরং, **ভুল** করে তা বুঝার পরেও,

অহংকার নিয়ে থাকাই হলো–

‘লজ্জা’

○ মোহাম্মদ ছায়িমুল ইসলাম

He told me,

আমি তোমাকে ছাড়া **বাঁচবো** না!

But, I forget,

বালুর উপর লেখা শপথ প্রথম ঢেউয়েই

মুছে যায়।

○ মোহাম্মদ ছায়িমুল ইসলাম

ভবিষ্যৎ তার হাতেই চিন্তামুক্ত,

যে **অতীত** জানার পরেও,
বর্তমানকে ***সুন্দর*** রাখে।

○ মোহাম্মদ ছায়িমুল ইসলাম

সব দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছে?
জানালার দিকে তাকাও!
জীবন কখনো এক পথে
আটকে থাকে **না**!

- মোহাম্মদ ছায়িমুল ইসলাম

যদি কারো বেশি বেশি **জ্বর** আসে, বুঝে নিও…

ঔষধ নয়, তার প্রয়োজন,

তোমার অতিরিক্ত **যত্ন**।

○ মোহাম্মদ ছায়িমুল ইসলাম

তুমি ‘**ফুল**’ না হয়ে, আমার ‘**গাছের ডাল**’ হইও..

ফুল তো **ঝরে** যায়।

আমি না হয়,

তোমার মধ্যে বারবার **ফুল ফোটাবো** !

- মোহাম্মদ ছায়িমুল ইসলাম

কাউকে চিঠি পাঠাতে ইচ্ছে হচ্ছে?

পাঠিয়ে দাও...

কারণ, জীবন-মরণ অনিশ্চিত।

জায়গা রাখলাম!

শুরু করো..

তোমার মনের কথা লেখা

প্রিয় ....,

পূর্ণ শূন্যতা

পূর্ণ শূন্যতা

ইতি,

সমাপ্ত